JAN

ঢাকার স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ

রাজধানী ঢাকার স্কুলগুলিতে ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। আজ 'ভাল' বলিয়া চিহ্নিত কয়েকটি বেসরকারি স্কুলে ২০০১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ৯, ১০ ও ১১ জানুয়ারি এই তিন দিন ভর্তি পরীক্ষা হইবে ২৪টি সরকারি স্কুলে। ঐ স্কুলসমূহে ৭ হাজার আসনের জন্য প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে বলিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসন সংখ্যা অপেক্ষা ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চারগুণেরও বেশি হওয়ায় অভিভাবকগণ নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভুগিতেছেন। গরিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে কাঙ্ক্ষিত স্কুলে প্রবেশাধিকার পাইবে না সেই কথা বলাই বাহুল্য। ভগ্ন হৃদয়ে অনিচ্ছুক মন লইয়া তাহারাও শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও স্কুলে ভর্তি হইবে। তবে সেইসব স্কুল সমাজে 'ভাল' স্কুল বলিয়া পরিচিত নহে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তিযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও হতাশা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যথাযথ বিকাশ ঘটিবার সহিত সম্পর্কিত এই গুরুতর সমস্যা লইয়া সরকারসহ সমাজের কোনও অংশই মোটেও উদ্বিগ্ন নহে।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং আয়তন ও লোকসংখ্যার বিচারে বৃহত্তম নগরী। তদুপরি দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং কাজকর্ম-জোগাড়ের অধিকতর সুযোগসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বিধায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকজন স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য বিরামহীনভাবে ঢাকায় আসিতেছে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে না পারা পর্যন্ত ঢাকামুখী এই জনস্রোত অব্যাহত থাকিবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রবণতার সহিত পাল্লা দিয়া রাজধানীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। কিন্তু ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য নতুন সরকারি স্কুল গড়িয়া উঠিতেছে না। চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুযোগ না বাড়িলে সুযোগ সঙ্কুচিত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকায় ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। রাজধানীতে নূতন স্কুল একেবারে গড়িয়া উঠে নাই বিষয়টি তেমন নহে। ঢাকায় এখন বিভিন্ন মানের সহস্রাধিক স্কুল রহিয়াছে। কিন্তু সরকারি স্কুলের সংখ্যা ২৪টি হইতে আর বাড়ে নাই, এবং 'ভাল' বলিয়া পরিচিত বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। একবার ভর্তি হইতে পারিলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল পাল্টাইবার ঝামেলা পোহাইতে হয় না এবং খরচ তুলনামূলকভাবে কম বলিয়া গরিষ্ঠসংখ্যক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাইতে চাহেন। কিন্তু সর্বত্র 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' ধ্বনি শুনিতে শুনিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়া ছাড়া তাহাদের অন্য কোনও গতি থাকে না।

'ভাল' স্কুলে ভর্তির জন্য এই আকুলতাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মুষ্টিমেয় 'স্কুল' ছাড়া ঢাকার বাকিবাকি স্কুলকে 'মন্দ' বলিয়া সাধারণভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ এই 'মন্দ' স্কুলগুলি টিকিয়া আছে শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতি ধারণ করিয়া। সরকার যেই স্কুলগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালিত বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিতেছে সেই স্কুলগুলিই অভিভাবকদের দৃষ্টিতে 'মন্দ' স্কুলের বিশেষণ কেন লাভ করিল অবিলম্বে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। অভিভাবকমহলের এই ধারণা ভ্রান্ত হইলে তাহা মোচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু 'ভাল' আর 'মন্দের' এই বিভেদ দূর করিতে পারিলেই ছাত্রদের ভর্তি সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা সম্ভব। সেইক্ষেত্রে জাতি হিসাবে আমরা ভর্তিযুদ্ধ নামের বিড়ম্বনাকর শব্দবন্ধ হইতে রেহাই পাইব।